## ১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে ফ্রান্সের সরকারের শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থা ও সংসদীয়-ব্যবস্থার এক সংমিশ্রিত রূপ। তাই সরকার বর্ণনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও সংসদ উভয়কে একত্রে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের দুইটি মুখ হিসাবে কিভাবে কাজ করে এবং সংসদের অর্থাৎ আইনবিভাগের সাথে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার পারস্পরিক সম্পর্ক কি প্রকারের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে বিন্যাস করা হয়েছে তার আলোচনা করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

## ১০.২ প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়ে থাকে। এই দুইটি পৃথক শাসনকাঠামোর সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। এই দুই ধরনের শাসন কাঠামোর অসুবিধা দূরে রেখে শুধু সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে একটি শাসনকাঠামো পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে চালু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয়ের সংমিশ্রিত রূপ হচ্ছে ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসন-কাঠামো। এই মিশ্র-রূপ কাঠামো প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—একদিকে সরকারের স্থায়িত্ব ও অন্যদিকে সরকারের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি সুস্থিত ভারসাম্য বজায় রাখা। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের এই মিশ্র রূপ হচ্ছে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধান থেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই স্বাতন্ত্রের মূলে আছে যে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ সেই দুটি বিভাগের আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

## ১০.৩ রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে ফরাসি রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন ফ্রান্সের দ্বি-মুখ বিশিষ্ট সরকারের একটি মুখ। যে কোনও দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মূল প্রশ্নটি হচ্ছে—'কে শাসন করে'? পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জোড়াতালি এক কর্তৃত্ব। ফরাসি শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে "With the French Constitution of 1958 we enter the world not of Descartes but of Lewis Caroll. Ambiguity shrouds key areas of decision-making" অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে—সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা দেখা যায়।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি এখানে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোর স্থায়িত্ব ও প্রবহমানতার মৌল প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতি ফরাসি জাতির প্রতীকী ও প্রকৃত শাসক। ফরাসি রাষ্ট্রপতি রাজত্বও করেন, শাসনও করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ৪৪ বছরে-পদ কার্যক্ষেত্রে দ্য গল শৈলী (the style of general De gaulle) অনুসরণ করেই চলেছে।

ডি. এন. হাসলে, এ. পি. কের এবং এন. এইচ. ওয়েট-এর মতে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কেবল নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নহেন (ওয়ালটার বেজহটের মতে যিনি শুধুমাত্র সরকারের সম্ভ্রান্ত অংশ হিসাবে আনুষ্ঠানিক শোভা বর্ধন করেন)।

[Clearly the President of the Fith Republic is no longer merely a constitutional head of state that part of the executive dealing only with ceremonial, what Walter Bagehot would call 'the dignified parts of government' but a head of state who is politically active as well a key figure in the efficient parts of government.]

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গলের ভাষায়, ''আমাদের শাসনব্যবস্থার মূল প্রস্তরখণ্ড হচ্ছে নতুন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ, যা ফরাসি জনসাধারণের বুদ্ধি ও অনুভূতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান ও পদ-প্রদর্শক হয়ে উঠেছে। (The keystone of our regime is the new institution of a President of the Republic, designated by the reason and feelings of the French people to be the head of state and guide of France)

রডি, এ্যান্ডারসন ও ক্রিস্টল এর মতে, ''এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চাইতেও ফরাসি পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন। তত্ত্বগতভাবে না হলেও, বাস্তবে পার্লামেন্টের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে থাকেন।

## ১০.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

মূল সংবিধানে মার্কিন ধাঁচে নির্বাচনী সংস্থার মারফত পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬২ সালে সংবিধানের ৬ ও ৭ নং ধারার সংশোধিত রূপ হচ্ছে যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের (১৮ বছর) ভিত্তিতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 'দুই ব্যালট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। প্রথম ব্যলটে যদি কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করেন তখন প্রথমে নির্বাচনের তারিখের পরবর্তী রবিবারে দ্বিতীয় ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ব্যালট ভোটে কেবলমাত্র প্রথমবার ভোট গণনায় শীর্ষ স্থানাধিকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দ্বিতীয় ব্যালট গণনার সময় সাধারণ গরিষ্ঠতা দ্বারাই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথমে প্রার্থীপদের সমর্থনে ১০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমর্থনসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে বোঝায়—পার্লামেন্টের সদস্যগণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা, স্থানীয় কাউন্সিলর অথবা মেয়রগণ। এঁদের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট-এর প্রতিনিধি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে প্রতি প্রার্থীকে ১০,০০০ ফ্রাঁ জমা রাখতে হয় (জামানত)। যদি কোনও প্রার্থী মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫ শতাংশ লাভ করেন তা হলে জামানতের ১০,০০০ ফ্রাঁ সরকারি কোষাগার থেকে দান করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীকেই নির্বচনী প্রচারের জন্য বেতার ও দূরদর্শনে প্রচারের সমান সুযোগ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি পদে একই ব্যক্তির পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিছু উল্লেখ নেই। ফলে ধরা হয় যে, একজন ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদে যোগ্যতার ব্যাপারেও পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কোনও কিছু উল্লেখ নেই। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবার জন্য বংশ, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ বা জাতীয়তা কোনও কিছুরই উল্লেখ সংবিধানে নেই। শুধুমাত্র প্রার্থীকে ২৩ বছর বয়স্ক ফরাসি নাগরিক হতে হয়।

সাংবিধানিক সভা ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্তরকম কাজকর্মের পরিচালনা করে, অভিযোগ বিচার করে ও ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার আগে নির্বাচন সম্পর্কে কোনও অভিযোগ সাংবিধানিক সভার কাছে জানানো যায়। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচার চলে পনেরো দিন। এই নির্বাচনী প্রচারকার্য পরিচালিত হয় পাঁচ জন সদস্যের এক বিশেষ কমিশন দ্বারা।

ফরাসি রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ সাত বৎসর। কিন্তু এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারেন অথবা পদচ্যুত হতে পারেন। সংবিধান অনুসারে একমাত্র ''রাষ্ট্রের গুরুতর অপরাধ" (high treason) সম্পর্কিত অভিযোগ প্রমাণিত হলেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগের বিচার করে থাকে ফ্রান্সের উচ্চ-বিচারালয়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ''গুরুতর রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ"-এর নিন্দাপ্রস্তাব পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে একই রূপে প্রকাশ্য ভোটে এবং প্রতিটি কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত হলে উচ্চ-বিচারালয় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার করে থাকে।

অবসরগ্রহণকারী রাষ্ট্রপতি কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পঁয়ত্রিশ দিন আগে বা কুড়ি দিনের কম সময়ে নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করা হয় না। কোনও কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ সেনেটের সভাপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। সাংবিধানিক সভা কোনও রাষ্ট্রপতিকে অযোগ্য ঘোষণা করলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সেনেটের সভাপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। তবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১ এবং ১২ নং ধারা সংক্রান্ত গণ-ভোটের ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন না—বিশেষত যেখানে সরকারের কোনও রাজনৈতিক শাখার সংগঠন বা চুক্তির অনুমোদন বা জাতীয় সভা বাতিল বা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ৪৯, ৫০ এবং ৮৯ ধারা অনুযায়ী সরকার পরাজিত হতে পারে ও সংবিধান সংশোধনের ব্যাপার জড়িত থাকে। অযোগ্য রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের সিদ্ধান্তের কুড়ি দিন আগে নতুবা পঁয়ত্রিশ দিনেরও বেশি পরে এই রকম একটা সময়ের মধ্যে সাংবিধানিক সভাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির তুলনা করে বলা হয় যে, (ক) ফরাসি রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র নির্বাচক সংস্থা দ্বারা (খ) ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাগরিকদের মধ্যে

কোনও ভেদাভেদ করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি হতে পারে না। (গ) ফরাসি রাষ্ট্রপতি 'দুই ব্যালট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও প্রার্থী যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হন তবে কোনও প্রার্থীকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয় না। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর নাম প্রতিনিধিসভার নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি সভা (জাতীয় আইনসভা কংগ্রেসের দ্বিতীয় কক্ষ) ওই তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করে বলা যায় যে, ফরাসি রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি উন্মুক্ত, উদার, সহজ ও সরল।

## ১০.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, ১৯৮৬ সালের মধ্য ফরাসি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভিন্‌সেন্ট রাইটের মন্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, "practice transformed the nature and scope of office." বর্তমানে ফরাসি রাষ্ট্রপতি সাধারণভাবে পাঁচ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করেন—(১) রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান, (২) জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক, (৩) পৃষ্ঠপোষকতার উৎস, (৪) শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, (৫) শাসনবিভাগীয় প্রধান। এই পাঁচ ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম চারটি কার্যাবলী মোটমুটি একই প্রকার থাকলেও শেষ কার্য অর্থাৎ শাসনবিভাগীয় প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির কার্য রাষ্ট্রপতির রুচি ও মর্জি (taste and temperament) অনুসারে পরিচালিত হয়।

(১) রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। বিভিন্ন বিদেশি দূত গ্রহণ, বিদেশে স্বদেশের দূত প্রেরণ এবং নিজে বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক পদের ভূমিকা পালন করেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলেও রাষ্ট্রপতি সফর করেন। এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির সফর রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এতাবৎ পাঁচজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে কিন্তু কাজের শৈলীর (style) পার্থক্য দেখা যায়।

(২) জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্রপতি হলেন জাতির নেতা, প্রাচীনত্বের প্রতীক, আধুনিকতার অগ্রদূত, ভবিষ্যতের ভবিতব্য। রাষ্ট্রপতি দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য সর্বদাই সর্বসাধারণের নিকট ত্যাগ স্বীকারের আবেদন জানান। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সের প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল জাতির নেতা হিসেবে ১৯৬২ সালে আলজিরিয়ায় সৈন্য বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। দ্য গলের মতো নাটকীয় না হলেও রাষ্ট্রপতি মিতর ১৯৮২ সালে আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে দূরদর্শনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

(৩) রাষ্ট্রপতির তৃতীয় ধরনের কাজ হল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিয়োগ সংক্রান্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ। সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চপদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্বারাই সম্পাদিত

হয়। তবে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ক্ষমতা হল প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ। ১৯৮৬ সালের প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির প্রভাব কাজ করে। প্রধানমন্ত্রীরা যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁরা প্রায় বাধ্য হয়েই পদত্যাগ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ফ্রান্সে সরকার গঠনের ব্যাপারেও ফরাসি রাষ্ট্রপতির পৃষ্ঠপোষকতা কাজ করে।

(৪) পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ ফরাসি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। তিনি নিজের পছন্দমতো ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় এবং উচ্চতর বিচারসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন। ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী সাংবিধানিক পরিষদের নয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজন সদস্যকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য, প্রিফেক্ট, শিক্ষায়তনের রেকটর, হিসাব পরীক্ষা সংস্থার পদস্থ ব্যক্তি, সম্প্রচার বিভাগের পদস্থ ব্যক্তি প্রভৃতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই সমস্ত নিয়োগ দ্বারা সমগ্র দেশের চেহারাকে রাষ্ট্রপতি এক বিশিষ্টরূপে মণ্ডিত করতে পারেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা দ্বারা ফ্রান্সকে দ্য গলীয় রাষ্ট্রে (the Gaullist state) পরিণত করেছিলেন। দ্য গল নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেশের প্রশাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে গিসকার্দ রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমস্ত পদে নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। তার ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় চেহারা হয় 'গিসকার্দীয়' রাষ্ট্রব্যবস্থা (Giscardran state)। ১৯৯৩ সালে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মিতঁর একই ধারা অনুসরণ করে নিয়োগ কার্য পরিচালনা করায় সমাজতন্ত্রী দলের লোকেরাই সর্বত্র নিযুক্ত হতেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ফ্রান্সে কিন্তু "spoils system" প্রচলিত নেই। কেবল উচ্চতর ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি নিজ পছন্দ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকেন। ফ্রান্সের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ সম্পন্ন হয় আইন দ্বারা, গরিষ্ঠতার হিসেব দ্বারা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি দ্বারা। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে প্রমাণিত যোগ্যতা দ্বারাই ফ্রান্সে নিয়োগ-নীতি পরিচালিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এমনভাবে তাঁর নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করেন যাতে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগতরা পুরস্কৃত হন—তাঁর প্রতি বিরক্ত ও বিদ্রোহীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত দলবল ভারী করে থাকেন। কাজের ফলে ফ্রান্সে শাসনব্যবস্থা কার্যত রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

(৫) ফরাসি রাষ্ট্রপতির চতুর্থ ধরনের কাজের প্রকৃতি রাজনৈতিক। ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে রাজনৈতিক দায়িত্বশূন্য (politically non-responsible) বলে ঘোষণা করার অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে (above party-politics) রাখা। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিই নিজেকে দেশের রাজনীতির সাথে যুক্ত করে চলেছেন। কারণ সরকারের কার্যকরী প্রধানরূপে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিই সরকারি নীতির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন করেন। রাষ্ট্রপতি নিজেদর কাজের সমর্থনের জন্য নিজ দলের সদস্য, কর্মী, সমর্থকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন এবং নিজ সমর্থন-ভিত্তি (support base) বজায় রাখেন। সর্বোপরি তিনি নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয়ভবে যুক্ত থাকেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। প্রথমত, তিনি সরকারের সাধারণ মুখপাত্র এবং প্রধান পরিচালক (১৯৮৬-৮৮ সাল বাদে), দ্বিতীয়ত, তাঁর

সমর্থনকারী কোয়ালিশনের ঐক্যের তিনি অভিভাবক এবং তৃতীয়ত, ওই কোয়ালিশনের নির্বাচনী রাজনীতির পরিচালক, পথ-প্রদর্শক এবং এজেন্ট।

রাষ্ট্রপতির পঞ্চম এবং সর্বশেষ ধরনের কাজ হল নীতি প্রণয়ন। নীতি-প্রণেতার ভূমিকায় তিনি নির্দেশক। প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁর সহকর্মী নহেন, তাঁর রাষ্ট্রপতির অনুগত ভৃত্য। কারণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের অক্ষরগুলিকে সময়ে অসময়ে ক্ষুণ্ণ করে চলা এবং সংবিধানের আত্মাকে দৃঢ়ভাবে লঙ্ঘন করা ফরাসি রাষ্ট্রপতিদের কাজের শৈলী (style)। রাজনৈতিক জুজুর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রপতিগণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাজত্বকালে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে পঁম্পিদু দেশবাসীকে দক্ষিণপন্থী জুজুর ভয় ও কমিউনিজমের ভূতের ভয়ও দেখিয়েছিলেন। গিসকার্দ দাস্তাঁই নিজেকে বামশক্তি-বিরোধীদের নেতা বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল যেভাবে আলজেরীয় যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন তা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। দ্য গল, পঁম্পিদু, দাঁস্তাই জাঁক সিরাক প্রত্যেকেই পূর্বতন রাজত্বের অপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। দ্য গল বলেছিলেন যে, চতুর্থ সাধারণতন্ত্র ছিল বিশৃঙ্খলার রাজত্ব (chaotic and unstable regime)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শৃঙ্খলা আনা। তাই শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাভাবিকের তুলনায় ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ৪৮ বছর পরেও জাঁক সিরাক ঐ একই সুরে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের দলপ্রথার কুফলের কথা স্মরণ করে বলেছেন ''ওই কালো-দিনগুলি যাতে আর ফিরে না আসে'' তারজন্য রাষ্ট্রপতিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য ফ্রান্সের সকলেই (প্রধানমন্ত্রী, সরকার, পার্লামেন্ট, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) স্বীকার করেছিলেন। ফরাসি জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রপতিই ছিলেন ফান্সের প্রকৃত ক্ষমতাকেন্দ্র। ফ্রান্সের নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট বিবেচনার বিষয় থাকে একটাই—কোন্ ব্যক্তির উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব থাকছে? ১৯৫৮ সালের সংবিধান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন আইনের মধ্যেই আজকের দিনের ওই প্রশ্নের উত্তর ফরাসি লোকেরা খোঁজ পেয়েছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যাপ্তিতে। তবে সরকারের প্রধান হিসেবে ফরাসি রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা বৃদ্ধি একেবারে সাম্প্রতিককালের ঘটনা।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে হ্যানলে, কের এবং এয়েটস্ মন্তব্য করেছেন যে, ''পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান যেরূপে নানাভাবে ব্যাখ্যায়িত হয় এবং সংবিধান নিজেই স্বেচ্ছাচারীভাবে পরিচালিত হয় তাতে স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রবণতা সংবিধান নিজেই বহন করে চলে, কারণ রাষ্ট্রপতি নিজেই সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ফলে স্থিতিশীলতার পরিবর্তে সুদূর ভবিষ্যতে এই সংবিধান এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যেখানে সংবিধানের এক প্রকার ব্যাখ্যা অপর এক ব্যাখ্যাকে বাতিল করবে এবং এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ভূত হবে যা কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কেই সীমিত না থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে সরকারের ঘন ঘন উত্থান-পতন ঘটবে এবং বৈপ্লবিক বৈধতা লাভ করবে।''

## ১০.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পর্যালোচনা

১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এর কম বা বেশি কোনওটাই নন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্রথমত, শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত—রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) ও মন্ত্রিসভা (সরকার)। এই মন্ত্রিসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী সহসমস্ত মন্ত্রিসভা নীতি নির্ধারণ ও নীতি রূপায়ণের জন্য জাতীয় সভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

রাষ্ট্রপতি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মতই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ও রাজনৈতিক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পরিধি খুবই অল্প হওয়ায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সর্বসাকুল্যে অত্যধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্য গলের শাসনকালে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে যথেষ্টভাবে বজায় আছে, যথা—আইনসভার নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা মন্ত্রিসভা বা সরকার গঠন এবং আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি দ্য গল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার বা তত্যধিক ব্যবহার করেছিলেন। ফলে, ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা প্রায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে মনে হয়। যদিও এই মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক, তা হলেও দ্য গলের উদাহরণে স্রষ্টা হয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বলেন যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান বস্তুত tailor-made for general De-Gaulle। আবার কেউ কেউ কিঞ্চিৎ ভিন্ন উক্তি করেন যে, প্রথম থেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান tailor-made for De-Gaulle ছিল না। পরবর্তী বছরগুলিতে সংবিধান সংশোধন দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান ক্রমে ক্রমে tailor-made for De-Gaulle হয়ে পড়েছিল। দ্য গলের ভাষায় ঃ 'রাষ্ট্রপতি যেহেতু জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন, তাই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হলেন রাষ্ট্রপতি'। যাই হোক, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান হল দুই বিপরীত গণতান্ত্রিক রূপের-সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার-সংমিশ্রিত (queen mixture of Parliamentary and Presidentia form of govt.)। এই কাঠামোতে, সীমিত ক্ষমতার পার্লামেন্ট ও একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি আছেন। বস্তুত এই সাধারণতন্ত্রে প্রশাসনিক নৌকার কাণ্ডারি হলেন রাষ্ট্রপতি। দ্য গলও এই অভিমতে একমত হয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধির ব্যাপকতার নানা সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বিশেষত সংবিধানের ৫নং ধারাতে, তাঁর ব্যাখ্যায়, রাষ্ট্রপতিকে দেশের প্রকৃত নেতা করা হয়েছে। দ্য গলের সময় বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সের জনসাধারণ রাষ্ট্রপতি দ্য গলকেই প্রকৃত নেতা বলে মনে করতেন। রাষ্ট্রপতির অনেক কাজ বিশেষত পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অনেক সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই গ্রহণ করে বলবৎ করতেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা

এমন কি পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও দ্য গলের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জনসাধারণের একজনের মতোই খবরের কাগজের পাতায় প্রথম দেখতেন। দ্য গলের এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও মন্ত্রিসভার নির্জীবতা সম্পর্কে ফ্র্যাসোঁয়া মিতঁর ও কস্তা ফ্লরেৎ সমালোচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পঁম্পিদ্যু, দ্য গলের কাজকর্মকে অন্তত অসাংবিধানিক বলে ভাবেননি। বরং ১৯৬২-তে গণভোটে দ্য গলের বিতর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে জনগণের বিপুল অংশ রায় দেওয়ায় দ্য গলের কাজকর্মকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ—সাংবিধানিক বলে মনে করতেন। ১৯৭০ সালে দ্য গলের মৃত্যুর পর পঁম্পিদু বলেছিলেন—General De Gaulle is dead, France is a widow."

দ্য গলের মৃত্যুর পর নির্বাচনে পঁম্পিদু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি দ্য গল থেকে পৃথক কোন কিছু অদ্বিতীয় ছাপ সৃষ্টি করেননি বা দ্য গলের ধারণার কোনও জোড়াতালি দেননি। পঁম্পিদু পূর্ণাঙ্গভাবে দ্য গলপন্থী ছিলেন। কিন্তু দ্য গলের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন না। পঁম্পিদুর শাসনকাল খুব অল্প। পঁম্পিদু অকালে মারা যাওয়াতে নতুন করে নির্বাচন হয়েছিল। তারপর ফরাসি দেশের রাষ্ট্রপতি হন দেস্ত্যাঁ—দেস্ত্যাঁর পর মিতঁর। তিনি গলপন্থী নন। তবে তাঁকে দ্য গল কাঠামোর বিরোধীও ঠিক বলা যায় না। এক কথায়, পঞ্চম সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার নানা সম্ভাবনাময় দিক থাকায় রাষ্ট্রপতিপদে আসীন ব্যক্তি যা হতে চান—ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কাঠামোর সাংবিধানিক রূপ তাই হয়—একথা অত্যুক্তি নয়।

## ১০.৭ তুলনামূলক আলোচনা

পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তুলনা করলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক সুযোগসুবিধা যত বেশি আছে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সেই তুলনায় শাসনতান্ত্রিক একনায়কত্বের সুযোগ কম ভোগ করেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ কম থাকলেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বাস্তবিকপক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতই দাপটে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ভাবমূর্তিই ফ্রান্সের পরিচয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ফরাসি রাষ্ট্রপতি উভয়েই শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করলেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক-শাসক অন্যদিকে ফরাসি রাষ্ট্রপতি হলেন দ্বি-মুখবিশিষ্ট শাসনবিভাগের একটি মুখ। অর্থাৎ ফরাসি রাষ্ট্রপতির উপর রয়েছে ফ্রান্সের শাসনবিভাগের আংশিক কর্তৃত্ব। এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রক্রিয়াতেও পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অন্যদিকে ফ্রান্সে রয়েছে বহুদলীয় ব্যবস্থা। এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পার্থক্য উভয় দেশের রাষ্ট্রপতির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পার্থক্যের জন্য যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফরাসি রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলে ফ্রান্সে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ফরাসি রাষ্ট্রপতি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভূমিকা পালন করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা বলে কিছু নেই। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাসহ পার্লামেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের কাজ পরিচালনা করেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে সংসদীয় নিয়মকানুন মানতে হয়। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তা করতে হয় না। তাঁর সচিবসভা একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা কমিটি। এই ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা সুউচ্চ অবস্থায় আছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা—আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীলতা—উভয়ের কারও নেই। ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রেই আছে। দেশের শাসনব্যবস্থার উপর উভয় দেশের রাষ্ট্রপতিগণ প্রায় সমান ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করেন।

ফ্রান্স এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় ফরাসি রাষ্ট্রপতির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অনেক বেশি। মার্কিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য (autonomy) মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করতে হয়। ফরাসি রাষ্ট্রপতির এই ধরনের কোনও বালাই নেই।

এককথায় বলা যায় যে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি উভয়ে নিজের নিজের দেশের সর্বোচ্চ প্রকৃত শাসক ও জননেতা। পার্থক্য যা, তা কেবল দুই দেশের রাজনৈতিক নানা সংস্কৃতির জন্য, আমেরিকান রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ও ফরাসি রাজনৈতিক-সংস্কৃতির ভিন্নতার জন্য। আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক শাসক (single executive) কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় রূপের মিশ্র গণতন্ত্র হওয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি একক শাসক নন। মন্ত্রিসভা হল ফ্রান্সের সরকার, আর রাষ্ট্রপতি হলেন ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতা।

তাই শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে উভয়েই সমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংগঠন হিসেবে কাজ করেন। সুতরাং দুই দেশের রাষ্ট্রপতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনায় বলা যায় যে-দুই দেশের দুই-রাষ্ট্রপতি একটি তাসের দুটি পিঠ।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কোনও তুলনা হয় না। উভয়দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সামগ্রিকভাবে সংসদীয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত রূপের হলেও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর প্রথম জন। সুইজারল্যান্ডের ৭ জন সদস্যের রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী হতে প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে এক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর 'প্রথম জন' হিসাবে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেন।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের ১৯৮২ সালের সংবিধানের নতুনভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্রপতি পদের সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি সংসদীয় ব্যবস্থা রীতি অনুসারে কেবল আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সরকারের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি নিজের দায়িত্ব বা কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ না করে জাতীয় কংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন ঘোষণা করেন বা সরকারি আদেশ জারী করেন, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের মহাসচিবকে নিযুক্ত ও অপসারিত করেন। জাতীয় গণকংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রীয় পদক ও সম্মানজনক উপাধি বিতরণ করেন, বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সামরিক আইন জারী, যুদ্ধ ঘোষণা এবং সৈন্য সমাবেশ করেন।

কিন্তু প্রজাতন্ত্রী চিন একদলীয় সরকারের রাষ্ট্র। উপরন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন দেশের এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা জাতীয় গণ কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির দ্বারা। কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ফরাসি জনসাধারণ দ্বারা এবং তিনি কাজ করেন বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে। তার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। অন্যদিকে, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মতই ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল শাসক না হয়েও দেশের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করেন। গণ প্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি যেখানে দেশের নায়ক হিসেবেই জনসাধারণের কাছে গণ্য হন না, সেখানে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি দেশের মানুষের কাছে প্রায় একনায়ক হিসেবে পরিগণিত হন।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য হল যে, দুজনকেই সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। তবে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইংলন্ডের রানির চেয়েও কম। অন্যদিক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক বেশি। জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ও গণভোট গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রায় প্রকৃত শাসক হিসেবে ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ডরোথি পিকলসের মন্তব্য উদ্ধৃত করে ফরাসি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা যায়। ডরোথি পিকলস মন্তব্য করেছেন—"The general assumption that the President and not the Prime Minister is the real source of power in the Fifth Republic is based on the nature of the Presidential functions as defined by the constitution, but on the imponderables related to personalities and to the problems of the first year of the regime, as well as General De Gaulle's own interpretation of his role—on what has come to be known as 'the style of the General'. আসলে ফরাসি শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনেকটাই স্থির হয়ে গেছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধানতম স্থপতি রাষ্ট্রপতি দ্য গলের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ছাঁচ অনুসারে।

## ১০.৮ মন্ত্রিসভা—সরকারের অন্যমুখ

ফরাসি মন্ত্রিসভা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসনবিভাগ হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে। ১৯৮৮ সালের পর মিতরঁ রাষ্ট্রপতি থাকলেও তাঁর বিরোধী দলের নেতা চিরাক ১৯৮৬-৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব স্বাধীন ও সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ১৯৮৮ সালের পর থেকে ফরাসি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার মধ্যে কাজের ভাগাভাগি (job division) হয়ে যায় এইভাবে—প্রতিরক্ষা, ইউরোপীয় ও বৈদেশিক ব্যাপার দেখেন রাষ্ট্রপতি এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ দেখেন প্রধানমন্ত্রী। এইভাবে

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য (balance) বজায় রেখে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো কাজ করে চলেছে। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমানে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে শাসনবিভাগে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিকতার যুগের অবসান ঘটেছে। এই পরিবর্তনের আগেও অবশ্য পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতেন। বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফরাসি প্রধানমন্ত্রীকে পাঁচ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের কাজ করতে হয়। যথা—(১) সরকারি নীতিসমূহের সঠিক সমন্বয় সাধন, (২) সরকারি আইন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুমোদিত হয় তার জন্য পার্লামেন্টের সাথে যোগাযোগ রাখা, (৩) সরকারি কোয়ালিশনে বৃহৎ দলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, (৪) সরকারি কোয়ালিশনের বিভিন্ন শরিকের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে মীমাংসা করা, (৫) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের মূল কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করা।

ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে "The Prime Minister provides a two-way channel between the President on the one hand and, on the other, the Government, Parliament, the ruling party coalition and the administration. In short, he initiates, corrdinates, arbitrates, concentrates and implements. It is the Prime Minister who heads Frances vash administrative machine, his power over the implementation of politics is very much greater than that of the President of the Republic."

সংবিধানের ২০নং ধারায় বলা আছে যে—প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে দেশের শাসন-নীতি নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা এই ক্ষেত্রে সংবিধানের ৫নং ধারা মতো অভিভাবকের ভূমিকামাত্র। ফরাসি মন্ত্রিসভার ভূমিকাই হল ফ্রান্সের শাসনের ভূমিকা। পদাধিকারবলে মন্ত্রিসভার সভাপতি হলেও সাধারণত মন্ত্রিসভা বিশেষত প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসনের নীতির জন্য জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।

## ১০.৯ প্রধানমন্ত্রী

ফরাসি মন্ত্রিসভার গঠন অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রিক ফ্রান্সে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত বা সংসদীয় সরকারের শাসন প্রবর্তিত আছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ''প্রিমিয়ার'' (Premier) নামে অভিহিত। সাংবিধানিক অর্থে তাঁর ক্ষমতাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতোই। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্বে অভিজ্ঞতালব্ধ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রচয়িতাগণ এমন ভূমিকা প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্থির করেছেন যেখানে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের মাত্রা অধিক হয়। 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী বিভাগীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে গৃহীত হওয়া'—পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে অপরিহার্য বলে ধরা হয়েছে। এমতাবস্থায় ফরাসি প্রিমিয়ারের ভূমিকা সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতো হলেও নানা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাধায় ফরাসি প্রিমিয়ারের ক্ষমতা বাস্তবিকপক্ষে সীমিত, ভূমিকাও নিষ্প্রভ।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও তিনি মন্ত্রিসভার সভায় পৌরোহিত্য করেন (৮নং ধারা)। পার্লামেন্টে তাঁর সরকারের ঘোষিত নীতির পক্ষে তিনি বক্তব্য রাখেন। সরকারি প্রশাসনকে তিনি পরিচালনা করেন। পার্লামেন্টে বিভিন্ন সদস্যগণের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রশ্নের উত্তর তাঁকেই মূলত দিতে হয়। তিনিই সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় সভায় তাঁর সরকারের প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেন (৪২ নং ধারা) যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নেই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমিটি ও কাউন্সিলরগুলির সভাপতি হিসেবে কাজ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী যদি স্পষ্টভাবে (authorised) হন, তা হলে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতি হিসেবেও কাজ করেন (২১ ও নং ধারা)। ৩৯ নং ধারা অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিদের মত প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টে বিল (Bill) উত্থাপন করতে পারেন কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে অথবা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুরোধে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে, ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশন একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই আহ্বান করতে পারেন (২৯ নং ধারা)। এ ছাড়া, সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সভা বাতিলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হয় (১২ নং ধারা) এবং ১৬ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণের সাহায্যেই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন।

## ১০.১০ মন্ত্রিসভা

ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা যৌথদায়িত্বশীলতা নীতির উপর গঠিত। সংবিধানের ১৩ ও ২০ নং ধারার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের যৌথ দায়িত্বের অর্থই প্রকাশ পায়। সংবিধানের ৩৮নং ধারাতেও এই তাৎপর্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ৩৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্ত্রিদপ্তরের নীতি রূপায়ণে বা পার্লামেন্টের সম্মতিসূচক অনুরোধে রাষ্ট্রীয় সভার সাথে আলোচনার পর মন্ত্রিসভা কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অস্থায়ী আইন (ordinance) ঘোষণা করতে পারে। ২০নং ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সরকার অর্থাৎ মন্ত্রিসভা জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করবেন। এই প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে ৪৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সভার নিকট সরকারের কর্মসূচী বা সাধারণ সরকারি নীতির দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন। জাতীয় সভায় কোনও সরকারি প্রস্তাব পরাজিত হলে সমগ্র সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়সভা সেন্সর-ভোটের মাধ্যমেও সরকারকে পরাজিত করার সুযোগ পায়। সেন্সর-প্রস্তাব আনয়নের জন্য জাতীয় সভার এক-দশমাংশ সদস্যের সই চাই ও আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ওই সেন্সর-প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সরকার পদত্যাগ করে। কিন্তু ওই প্রস্তাব পরাস্ত হলে ওই একই অধিবেশনে একবার পরাস্ত-সেন্সর প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারী-সদস্যগণ পুনরায় দ্বিতীয়বার কোনও সেন্সর-প্রস্তাব আনয়ন করতে পারেন না। তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভায় আলোচনার পর

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সভায় সরকারের প্রতি আস্থা-প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। এই ধরনের প্রস্তাবের উপর যদি কোনও সেন্সর-প্রস্তাব বিরোধী-পক্ষ হতে না আসে তা হলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত আস্থাসূচক প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবে অনুমোদিত হয়ে যায় বলে ধরা হয়। আর যদি সেন্সর-প্রস্তাব আসে, তা হলে সরকার-নীতির উপর সেন্সর-প্রস্তাব আনবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অর্থাৎ আস্থাসূচক-ভোটের বেলাতেও সেন্সর প্রস্তাব আগের পদ্ধতিতে তোলা হয় ও অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে, সেন্সর-প্রস্তাব পরাস্ত হলে প্রধানমন্ত্রীর আস্থাসূচক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়ে যায়। এখানে প্রধানমন্ত্রীর আস্থাসূচক প্রস্তাবের উপর সেন্সর আনায় একজন সদস্য সেন্সর-প্রস্তাবে সই করতে পারেন সেই সম্পর্কে কোনও বাধানিষেধের উল্লেখ নেই। যখন জাতীয় সভায় কোনও সেন্সর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে যায় অথবা কোনও সরকারি নীতি বা কর্মসূচীকে প্রত্যাখান করে, ৫৪০ নং ধারা অনুযায়ী তখন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে সরকারের পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

সংবিধানের মন্ত্রিসভার গঠন ও দায়িত্বশীলতা বা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের যৌথ প্রকৃতি যাই হোক না কেন পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গলের দাপটে মন্ত্রিসভার কার্যাবলী বাস্তবে নানাভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রিসভার ক্ষমতা হ্রাসের এরূপ অবস্থার জন্য কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সংবিধানের ২৩নং ধারা—যেখানে বলা আছে যে, সংসদের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ কোনও বাদে, কোনও জাতীয় ব্যবসা ও বৃত্তি বা সরকারি চাকরিতে যুক্ত থাকার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য এই সমস্ত বাধানিষেধগুলি হতে রেহাই পেতে হলে নির্দিষ্ট মৌলিক আইন (organic law) প্রণয়ন করতে হয়। উপরোক্ত ব্যাপারগুলিতে জড়িত এমন কেউ যদি মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এক্ষেত্রে ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ার পর কেউ সংসদের সদস্য থাকতে পারেন না। এইরকম অদ্ভুত ব্যবস্থার কারণ হিসেবে অতীত দিনে ফ্রান্সের সরকারের উত্থান-পতনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকেই দায়ী করা যেতে পারে। জেনারেল দ্য গল পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান-রচয়িতাগণকে ২৫নং ধারাটি প্রবর্তনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। এই ২৫ নং ধারায় উপকার ফ্রান্সের রাজনীতিতে যাই হোক না কেন, এটা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার উদ্ভূত হয় প্রতিনিধিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে থেকে এবং সরকার ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকে যতক্ষণ সে জনপ্রতিনিধিসভার আস্থাভাজন থাকে। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে মন্ত্রিগণ বসতে পারেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু কোনও প্রকার ভোট দানের অধিকার তাঁদের থাকে না। মন্ত্রিগণ কর্তৃক পার্লামেন্টের আলোচনায় অংশগ্রহণই সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের সদস্য কেউই পূর্ণ মর্যাদা পান না।

দ্য গল ফ্রান্সের সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে দলাদলির বাইরে রেখে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যদিও তা বাস্তবে কখনও সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজস্ব দলীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের দৈনন্দিন জীবনের রাজনৈতিক উত্তাপে নিজেদেরকে উত্তপ্ত করবার সুযোগ না পেলেও পার্লামেন্টের বাইরে তাঁর দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাঁদের

পক্ষে দলের বাইরে থাকা কখনই সম্ভব হয় না।

ফরাসি মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র সংসদের সভ্যগণ নিয়েই গঠিত নয়। ফ্রান্সে মন্ত্রিসভায় আমলা, কলাকুশলী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি স্থান গ্রহণ করেন। তাঁরা কেউই পার্লামেন্টের সদস্য নন বা হতেও চান না। জেনারেল দ্য গল প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভাকে ''অরাজনীতিক'' (opolitical) করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রনীতিকে রাজনীতি হতে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। ফলে মন্ত্রিসভার কার্যাবলী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সামান্য স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে পড়েছে। এই ধরনের মন্ত্রিসভাকে অন্য কোন সংসদীয় মন্ত্রিসভার সঙ্গে তুলনা করা চলে না এবং একে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সচিবসভার মত দেখায়।

ফরাসি মন্ত্রিসভা শাসননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীন। জাতির সম্মুখে সমস্ত প্রকার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ মন্ত্রিসভা আলোচনা করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নীতি নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিসভা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের কাছে বিশ্বের দরবারে ভবিষ্যতের কর্মসূচী প্রকাশ করে। দ্য গলের আমলে মন্ত্রিসভার আলোচনা খুবই দীর্ঘ হত এবং সেই আলেচনার সমস্তটাই হত দ্য গলের প্রস্তাবিত নির্দেশকে কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসভা জাতীয়নীতি নির্ধারণের ব্যস্ত (সংবিধানের ১৯ নং ধারা)—এইরকম ঘটনা খুবই কমই দেখা যায়। বরং রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে বা এলিজিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রূপায়ণে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন আন্তঃবিভাগ কমিটি গঠন করা হয়। বস্তুত ফরাসি মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির হাতের এক যন্ত্ররূপে কাজ কাজ করত এবং এখন তাই করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতিতে মন্ত্রিসভাকে আদৌ আমল দেওয়া হয় না, এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সর্বময় কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়।

এই সমস্ত কিছুর ফলে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, তা হল মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব। স্থায়ী মন্ত্রিসভা ফরাসিদের কাছে ছিল স্বপ্নমাত্র। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মন্ত্রিসভাগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। শুধু তাই নয়, একজন ব্যক্তি একই মন্ত্রিদপ্তরে বহুদিন ধরে কাজও করেছেন। সরকারে এইরূপ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকাংশে আমেরিকা বা ব্রিটেনের সরকারি স্থায়িত্বের সাথে তুলনীয়।

সংসদ মন্ত্রিসভার কার্যাবলীকে মোটামুটি তিনটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমত, অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মত বিনিময়, বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতি হয়। এই সময় বিরোধীদের সরকারের সমালোচনার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়, উত্থাপিত বিলগুলি পরীক্ষার জন্য যে কমিশনগুলিতে পাঠানো হয় সেই সমস্ত কমিশন বিলগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে, জাতীয় সভায় বিতর্কিত বিল আলোচনা হবার আগে কমিশন তার বিবৃতি প্রকাশ করে। এই ধরনের কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সরকারি আমলাদের ডেকে বিল সম্পর্কে তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা যথার্থতা জিজ্ঞাসা করতে পারে। এই ধরনের স্থায়ী কমিশন ছাড়াও কিছু কিছু বিশেষ কমিশন গঠিত হতে পারে। এই রকম বিশেষ কমিশনগুলি ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন অবশ্যই স্থায়ি কমিশনের সদস্যদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়। কোন বিলকে একটি স্থায়ী

কমিশনের নিকট প্রেরণ না করে এই বিশেষ কমিশনে পাঠানোও হয়। তবে এই ব্যাপারে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করে প্রতিনিধিসভা নিজে। অবশ্য এই রকম ঘটনা সবসময় ঘটে না। ফলে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হয়। এই কমিটিগুলি ছাড়া ব্রিটেনের সিলেক্ট কমিটির মতো ফ্রা রয়েছে তদন্ত কমিশন। রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ পরিচালনা ও আর্থিক তত্ত্বাবধান করবার জন্য পরিদর্শক কমিটি রয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও সংসদীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদিগের উপর ও প্রধানমন্ত্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। সরকারের নিকট সংসদ সদস্যগণ যে সমস্ত প্রশ্ন লিখিত আকারে পেশ করেন, সেই প্রশ্নগুলি জার্নাল অফিসিয়ালে ছাপা হয়, মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এক মাসের মধ্যে দিয়ে দেন সেই উত্তরগুলিও জার্নাল অফিসিয়ালে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়ত, জার্নাল অফিসিয়ালের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে সংসদ। জার্নাল অফিসিয়ালে ছাপা প্রশ্নের উত্তর দিতে মন্ত্রিরা একমাসেরও বেশি দেরী করতে পারেন। আবার জনস্বার্থের কোনও দিক যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মন্ত্রি জার্নাল অফিসিয়েলের কোন প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি প্রশ্নকারী সদস্যকে 'মৌখিক' উত্তর পেলে তিনি সন্তুষ্ট কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। যদি মৌখিক উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন, তা হলে, বিতর্ক বা বিতর্কহীন সভায় তিনি মন্ত্রির কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পান। বিতর্কহীন সভায় সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি প্রশ্নাকরী সদস্যকে পাঁচ মিনিট সময় বক্তৃতা করতে দেন। তারপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি উত্তর দেন। আর বিতর্ক সভায় আধঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নকারীকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে হয়। তারপর মন্ত্রি উত্তর দেন। এরপর সভার অন্যান্য সদস্যরা যদি ইচ্ছা করেন তা হলে প্রত্যেক পনের মিনিট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ বক্তব্য রাখতে পারেন। এর পরও যদি প্রয়োজন মনে হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি সমস্ত কিছু বক্তব্যের একটি সামগ্রিক উত্তর দেন।

পরিশেষে, মন্ত্রিসভাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সংসদের প্রকৃত হাতিয়ার হল সেন্সস-প্রস্তাব। সেন্সর পাশ হলে সরকার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করে। তবে, অন্যান্য সংসদীয় ব্যবস্থার মতো পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংসদে সেন্সর-প্রস্তাব ব্যাপারটি অত সহজ নয়, বরং বর্তমান সংসদে সেন্সর প্রস্তাব ব্যাপারটি অনেক ঘোলাটে, জোলো ও কড়া মেজাজের। তাই উপসংহারে বলা যায় যে, সরকারের উপর পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংসদের নিয়ন্ত্রণ ও তৎসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার সুযোগ কম।

অন্যান্য দেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায় যে, ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার গঠন যুক্তরাজ্য বা ভারতবর্ষের মতো। কিন্তু ফরাসি মন্ত্রিসভার শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনটিই যুক্তরাজ্য বা ভারতের মতো নয়, বরং ফরাসি মন্ত্রিসভার কাঠামো মার্কিন রাষ্ট্রপতির সচিবসভা ও গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের মন্ত্রিসভার মতো। শেষোক্ত দুটি দেশে শাসনতন্ত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় মন্ত্রিসভা অনেকখানি নিষ্প্রভ। ফরাসি রাষ্ট্রপতি যেভাবে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, মন্ত্রিসভাও ততোধিক নিষ্প্রভ। অন্যদিকে, ভারতবর্ষে ও যুক্তরাজ্যের শাসন কাঠামোতে মন্ত্রিসভা এক সুপ্রতিভ স্থান লাভ করেছে। ভারত ও যুক্তরাজ্যের জনগণ মন্ত্রিসভার খবরাখবর সংগ্রহে সর্বদা উন্মুখ ও উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু

ফ্রান্সের জনগণ ফরাসি রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে সর্বদা আগ্রহশীল থাকে। মার্কিন জনগণও রাষ্ট্রপতিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দান করে। গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের জনগণের দৃষ্টি সর্বদা থাকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের উপর। এর কারণ হল যে, ভারতবর্ষে ও যুক্তরাজ্যে মন্ত্রিসভাই দেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক নেতা, তাই ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা আকৃতিতে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মতো হলেও প্রকৃতিতে মার্কিন সচিবসভা অথবা গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের মন্ত্রিসভার সঙ্গে তুলনীয়।

ফরাসি ক্যাবিটেনের সঙ্গে মার্কিন ক্যাবিনেটের সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক দেশেই মন্ত্রিসভা ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট। প্রত্যেক দেশে মন্ত্রিসভায় কারিগরিজ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দেখা যায়। উভয় ক্যাবিনেটেই আমলাতন্ত্রের (civil servant) প্রধান্য দেখা যায়। তবে ফরাসি ক্যাবিনেট ও মার্কিন ক্যাবিনেটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য হল যে, মার্কিন ক্যাবিনেট হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সচিবসভা। কিন্তু ফরাসি মন্ত্রিসভা হচ্ছে দেশের অন্য আর একটি শাসনবিভাগ (other executive)। ফ্রান্সে ক্যাবিটেনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভিনসেন্ট রাইট বলেছেন যে, "It is the central coordinating and implementing instrument of executive domestic policy making on which both President and Prime Minister depend."

ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক কৌশলগত অবস্থান এবং ক্যাবিনেটের যোগ্যতা ও কাজকর্ম ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবমূর্তি, দ্বিতীয়, দেশের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর পেছনে রাষ্ট্রপতির সমর্থন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অধিকাংশ সময়েই শাসনবিভাগ কাজ করেছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস তথা ব্যাপক মতৈক্যের ভিত্তিতে গঠিত সুমধুর সম্পর্কের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক যন্ত্রণাদায়ক। কারণ হিসাবে ভিনসেন্ট রাইট যথার্থই বলেছেন—"The Prime Minister faces a number of dilemmas; if he succeeds and is popular he may be as rival but if he fails he will be considered in capable .....The Experience of Barre suggests that a President must know not only whom to appoint as Prime Minister but also when to dismiss him."

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে দুটি গবেষণাপত্রে দেখা যায় যে, ফরাসি মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই হলেন পুরুষ, বিবাহিত, মধ্যবয়স্ক এবং বুর্জোয়া (অভিজাত), উত্তর-ফ্রান্সের অধিবাসী এবং শিক্ষিত (আইনশাস্ত্র অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক, শিল্পপতি, আর্থিক পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগাযোগধন্য ব্যক্তি। ১৯৮১ সালের পর সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিরাও প্রায় একইরকম। তবে তাঁরা কম সম্পত্তিবান এবং অধিকাংশই দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসী এবং শিল্পপতি ও আর্থিক পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও কম।

উপসংহারে বলা যায় যে, ফ্রান্সের বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার মধ্যে মৌলিক কোনও মতপার্থক্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। কারণ প্রত্যেকেই

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। এরা একই শাসনবিভাগের দুটি মুখ বা দুটি পিঠ। সুতরাং এদের মুখ্যগত পার্থক্য থাকলেও উদরগত কোন পার্থক্য নেই, এদের পদ সঞ্চালনের (সামাজিক ভিত্তি) কোন পার্থক্য নেই। তাই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সম্পর্কে মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও, সেই উত্তেজনার বিষয় থাকে দক্ষতার ক্ষেত্র (areas of competence) ও মাত্রা সম্পর্কে। এই উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে শাসনব্যবস্থার পক্ষে তা নিশ্চিত ক্ষতিকর। বিশেষত সরকারের সিদ্ধান্তসমূহের সমন্বয়ের ব্যাপারে ক্ষতি হয়। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হল সরকারি সিদ্ধান্ত সমূহের সমন্বয় সাধন। তাই এই সমন্বয় কাজই ফরাসি রাষ্ট্রপতি ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভার সম্পর্কের মৌল আধার। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদের পরাজয় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। একই অবস্থা হয়েছে ২০০২ সালে ফরাসি রাষ্ট্রপতি পাত নির্বাচনের পরেও। কারণ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুই মেরু বাসিন্দা। পরবর্তী সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চলতে হবে।

## ১০.১১ সংসদ

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এই শাসনব্যবস্থায় ফরাসি পার্লামেন্টকে দুর্বল করা হয়েছে। ফ্রান্সে পার্লামেন্ট বা সংসদের ক্ষমতার ক্রমবিকাশকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(ক) রাজতন্ত্রের কাল ১৮১৪-১৮৮৮, (খ) পার্লামেন্ট এক অক্ষম, অপদার্থ দায়িত্বহীন, সময় অপচয়ের সংস্থা ছিল ১৮৭৭-১৯৯৪ সাল অবধি, (গ) ধীরগতিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতার অবমূল্যায়নের যুগ ১৯১৮-১৯৮৫ সাল, (ঘ) বর্তমান সংবিধানে ফরাসি পার্লামেন্টকে দুর্বল করা হলেও জনসাধারণের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ফরাসি পার্লামেন্টকে এখনও সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এখনও ফ্রান্সের সরকার বা মন্ত্রিসভা ফ্রান্সের পার্লামেন্টের উপর নির্ভরশীল থাকে।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল—সরকারের অর্থাৎ শাসনবিভাগের ঐক্য, সংহতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা। এইজন্য মন্ত্রিগণকে সংসদের পঙ্কিল ও কূপমণ্ডুক রাজনীতির বাইরে রাখার ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময়ও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ফরাসি পার্লামেন্টে বছরে দুবার সাধারণ অধিবেশন বসে এবং সেই অধিবেশন দুটির মেয়াদ সাড়ে পাঁচ মাসের বেশ হয় না। পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমিত করা হয়েছে। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে কার্যসূচী ও সময় সারণীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রথম কক্ষ জাতীয় সভার কমিটি ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পার্লামেন্টের আর্থিক ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়েছে। মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার যে ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে সেই ক্ষমতাকেও হ্রাস করা হয়েছে। কোনও জরুরি বিলকে বাস করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সরকারকে ''অর্ডিন্যান্স'' জারি করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি ''সংবিধানিক সভা'' পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে অনেকখানি সীমিত করেছে। এই সর্পিল সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়াও আরও কয়েকটি সংবিধান

বহির্ভূত ব্যবস্থা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টকে দুর্বল করেছে। যেমন—পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রতি বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি ফরাসি পার্লামেন্টকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছে। এ ছাড়া বর্তমান যুগের আইনসমূহ সম্পর্কে পার্লামেন্টের সদস্যদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব এবং সদস্যদের পক্ষে সরাসরি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত হতে না পারার ফলে পার্লামেন্টে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পার্লামেন্টের সদস্যদের নিজেদের উদাসীনতা সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করেছে। আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে সংসদ নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে সকল উপায় ও কৌশল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংসদের রয়েছে সেইগুলিকেও ব্যবহার না করার ফলে পার্লামেন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। পার্লামেন্ট যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দান করে সেই বিষয়গুলিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এতই ক্ষীণ যে তার ফলে পার্লামেন্টের দুর্বল চেহারাই প্রকাশিত হয়। পার্লামেন্টে যে বিষয়গুলিকে ভোটের জন্য উপস্থিত করা হয় সেই বিষয়গুলির উপর ভোটের ক্ষমতা ঠিকমতো প্রয়োগ করতে না পারার ফলে পার্লামেত্মট দুর্বল হয়ে পড়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট দুর্বল হওয়ার পিছনে সংবিধান বহির্ভুত যে বিষয়টি সর্বাধিক শক্তিশালীরূপে কাজ করেছে তা হল ১৯৫৯ সালে পার্লামেন্টে সরকার বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায়। তাই বলা যায় যে, নানা কারণে (সংবিধান ও সংবিধান বহির্ভূত) পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্ট দুর্বল হয়েছে। এই কারণগুলি হচ্ছে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, প্রশাসনের বাধা, পার্লামেন্টের সদস্যদের ঔদাসীন্য এবং পার্লামেন্টে প্রায় বারবার সরকার পক্ষের দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব। এই সব কারণে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা সংসদকে দুর্বল বা ক্ষমতাহীন বলা না হলেও ''সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদ" (Rationalised Parliament) বলা হয়ে থাকে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে অনেকখানি সীমিত। সংবিধান ২নং ধারায় অভিব্যক্তি অনুসারে, জনগণের সার্বভৌমত্বের অর্থ সংসদের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অভিনবত্ব হল যে, পার্লামেন্টের কাজের পরিমাণ ও পরিধির সীমা নির্দেশ করা আছে। যে সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাষায় পার্লামেন্টের আওতায় নেই সেগুলি শাসনবিভাগ দ্বারা পরিচালতি হয়। পার্লামেন্টের অনুমতি না নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার সংবিধান প্রদত্ত আইনসভার কোনও কাজ অধিগ্রহণ করতে পারে। শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতাগত বিষয় ভাগাভাগির ব্যাপারে কোন ভুল হলে তা বিচার করাবার দায়িত্ব সাংবিধানিক সভাকে (Constitutional Council) দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পূর্বে যে সমস্ত আইন চালু ছিল, সেগুলি বর্তমানে শাসনবিভাগের আওতায় আসে কিনা সেই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সভার (State Council) পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যিক। সাংবিধানিক সভার অনুমতি ছাড়া সরকার কেবলমাত্র নিজের ধারণাবশে কোন বিষয়কে নিজের ক্ষমতার বশে আনতে পারে না বা সেক্ষেত্রে কোনও আদেশ জারি করতে পারে না। সংবিধানের ৪১নং অনুসারে সরকার ''তা পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্ত নয়"—এই কারণে পার্লামেন্টের কোনও বিল বা সংশোধনী বিলকে আপত্তি করতে পারে। তা ছাড়া, পার্লামেন্টের কোনও কক্ষের সভাপতি সরকারের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করলে বিষয়টি সাংবিধানিকসভার কাছে পাঠানো হয়। সংবিধানসম্মত হোক বা না হোক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে কোন একজন সভাপতি কোন বিষয়ের উপর রুলিংয়ের জন্য বিষয়টি সাংবিধানিক সভার কাছে পেশ

করতে পারে। এরূপ সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি সংবিধানে এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যায় ফলে পার্লামেন্ট ''ইহার শাসন বিভাগের নয়, আইন-বিভাগের কাজ''—এই বলে সরকারের কোনও আদেশকে বাধা দিতে পারে। কম-বেশি হলেও তৃতীয় এবং চতুর্থ সাধারণতন্ত্র এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। যদিও সেই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটতো খুবই সাময়িক ও কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এতদ্‌সত্ত্বেও তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ছিল অক্ষুণ্ণ। কারণ সরকারের আইনসংক্রান্ত কোনও আদেশ কতখানি বা কতক্ষণ কার্যকরী থাকবে তার চূড়ান্ত বিচারক ছিল পার্লামেন্ট। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার সীমা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা আছে। ঐ সীমার বাইরে সমস্ত বিষয়েই শাসনবিভাগের ক্ষমতা রয়েছে। পার্লামেন্টের অনুমতি নেওয়ার আগে পার্লামেন্টের কোন বিষয়ে শাসনবিভাগ আইন প্রনয়ন করতে পারে—এরূপ ব্যবস্থা সাধারণতন্ত্রে আছে। এ থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব কড়াকড়িভাবে সীমিত করা হয়েছে। ফলে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। দ্বিতীয়ত, আর্থিক ব্যাপারেও সংসদের কোন ভূমিকা নেই। শাসনবিভাগ কর্তৃক বাজেট আনা হয় ও সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছা অনুসারেই সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সরকারের বাজেট হল সম্পূর্ণভাবে Executive Budgeg। তৃতীয়ত, সাংবিধানিক সভাও পার্লমেন্টের সার্বভৌমত্ব সীমিত করেছে। আগে পার্লামেন্টের কোন কাজ বিধিসম্মত কিনা তার বিচার পার্লামেন্ট নিজেই করত। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে পার্লামেন্টের সেই ক্ষমতা নেই। আগে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারসমূহ নিষ্পত্তি করার যে ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল বর্তমানে তা নেই। সেই সব ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছে থেকে সাংবিধানিক সভার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে সংসদীয় কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ফরাসি পার্লামেন্টের এই ধরনের সীমিত সার্বভৌমত্বের অবস্থা দেখে প্রকৃতই বিস্মিত হতে হয়। অবশ্য এই ধরনের নানা ব্যবস্থা পার্লামেন্টকে Rationalised ভাবে গঠন করবার জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টকে সঠিকভাবে একটি Rationalised পার্লামেন্ট বলা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণেতাগণ পার্লামেন্টকে এমনভাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন যাতে পার্লামেন্টের কার্যাবলীতে শাসনবিভাগকে সবসময় হেনস্তা হতে না হয়। আইনসভার খবরদারি থেকে শাসনবিভাগকে রক্ষা করাই ছিল পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান রচয়িতাগণের মূল উদ্দেশ্য।

## ১০.১২ সংসদের গঠন ও কার্যাবলী

সংবিধানের ২৪নং ধারা অনুযায়ী, জাতীয় সভা ও সিনেট—এই দুটি কক্ষ নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত। জাতীয় সভার প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ২১ বছর বয়স্ক যে কোনও ফরাসি নাগরিক ভোটদানের অধিকারী কিন্তু সিনেটের নির্বাচন পরোক্ষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব দ্বারা সিনেট গঠিত হয়। প্রবাসী ফরাসিগণও সিনেটে

প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। সিনেটসভার প্রতি ফ্রান্সের জনগণের বরাবরই একটা দুর্বলতা আছে। তাঁরা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষপাতী। তাই ফরাসি সিনেটের ভূমিকা হল দ্বিতীয় সভার ভূমিকা। সিনেটের সদস্যগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সিনেটের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি তিন বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। সিনেটের সদস্য হতে হলে ৩৫ বছর বয়স হওয়া চাই। এ ছাড়া, অন্যান্য শর্তাবলী জাতীয় সভার সদস্য হওয়ার মতো। সংবিধানের ২৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, দুটি সভাই একটি মৌলিক আইন (organic law), দ্বারা তাঁদের নিজ নিজকক্ষের সদস্য সংখ্যা, সদস্যপদের যোগ্যতা ও সদস্যগণের ভাতা-সুবিধাদি স্থির করবে। কোনও সদস্যপদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট সভার পুর্ননির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কিভাবে এ শূন্যপদ পূরণ করা হবে তা সংশ্লিষ্ট সভাই স্থির করবে।

অন্যান্য দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার মত পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আছে। সেই সঙ্গে তাঁদের কিছু বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কথাও বলা আছে। ২৬ নং ধারা অনুসারে, পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করবার খাতিরে বা তাগিদে কোনও মতামত প্রকাশ বা ভোটদানের জন্য কোনও সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার, আটক বা জবাবদিহি করা যায় না। যে সভার সদস্য সেই সভার অনুমতি ব্যতিরেকে সভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোনও সদস্যকে কোনও ফৌজাদরী বা তুচ্ছ অভিযোগে গ্রেপ্তার বা বিচার করা যাবে না। আবার পার্লামেন্টে যখন অধিবেশনে থাকে না তখনও কোন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট সভার সচিব দপ্তরের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করা যায় না। যদি সংশ্লিষ্ট সভা দাবি করে যে, আটক সদস্যকে আটকে রাখা যাবে না তখন সংশ্লিষ্ট আটক সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আদেশ স্থগিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত বিচার করে অথবা সংসদের পূর্ববর্তী অধিবেশনে যদি সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তারের আদেশ অনুমোদিত হয়ে থাকে ২৭নং ধারা অনুযায়ী সদস্যগণের ভোটদান বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে কোনও রকমের বাধ্যতামূলক ভোটদান বাতিল বলে ঘোষিত হয়।

অন্যদিকে, দায়িত্ব বা কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আছে যে, সংসদের সদস্য থাকাকালীন কোনও ব্যক্তি অবশ্যই কয়েকটি ব্যাপারে নিজেকে জড়িত রাখতে পারবে না। এবিষয়ে সাংবিধানিক বিধিগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মতো। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের তালিকায় ঐ বিধিগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মতো। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের তালিকায় ঐ বিধিগুলির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বর্ণিত ঐ বিধিগুলি হল যে, কোনও ব্যক্তি পার্লামেন্টের সদস্য হলে তিনি কোনও রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রকর্তৃক অনুদানের সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে থাকতে পারবেন না। যে সমস্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সরকারি উন্নয়নের কাজকর্ম গ্রহণ করে তাদের পরিচালকমণ্ডলীতেও তিনি থাকতে পারেন না। এছাড়া, রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজের আইন সংক্রান্ত ওকালতি থেকে তিনি অবশ্যই বিরত থাকবেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন সদস্য পদত্যাগ করলে পুনর্নির্বাচন হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিধি হল যে, পার্লামেন্টের কোন সদস্যের ভোট প্রক্সি (proxy) দেওয়া যায় না (২৭নং ধারা)। একমাত্র বিশেষ কারণে, যেমন—অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা পারিবারিক কারণে কোনও সদস্য তাঁর ভোটদান ক্ষমতা